যুগান্তর

তারিখ 3 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইবি শিক্ষকের অডিও ফাঁস নিয়ে তোলপাড়

আব্দুল্লাহ আল মামুন, *ইবি*

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষক মো. রুহুল আমিনের অডিও ফাঁসের সংবাদ যুগান্তরে রোববার প্রকাশিত হওয়ায় ক্যাম্পাস জুড়ে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের এ ধরনের নিয়োগ বাণিজ্যের কথোপকথন শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ওই শিক্ষেকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছে দাবি জানিয়েছেন।

যুগান্তরে 'থ্রি ফার্স্ট ক্লাসে ১৫ লাখ টাকা, ফোরে ১২' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ আমলে নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক কার্যক্রম থেকে তাকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রোববার ওই বিভাগে কোনো ক্লাস হয়নি বলে জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। কথোপকথনে থাকা দু'জন নিয়োগ প্রত্যাশী এবং একজন নিয়োগ ব্যবসায়ীর পরিচয় মিলেছে।

ইবির সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিন ও তার বন্ধু এশিয়ান ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুল হাকিমের মধ্যে নিয়োগ বাণিজ্যের কথোপকথনের খবর প্রকাশিত হওয়ায় অনেক পাঠক যুগান্তর খোঁজ করতে থাকেন। বিভিন্ন মাধ্যমে সংগ্রহ করা যুগান্তরের কপি দেখা গেছে পাঠকের হাতে হাতে। অনেকে কথোপকথন শোনার জন্য যুগান্তরে প্রকাশিত কিউআর কোড স্ক্যান করে ডাউনলোড করেছেন অডিও সংলাপটি। অডিও কথোপকথনে থাকা বেশ কয়েকজনের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে মো. জুলফিকার এবং সেলিম ওরফে হুজুর সেলিম এশিয়ান ইউনিভার্সিটির মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক। চাকরি প্রার্থী খোঁজার দায়িত্বে থাকা কামাল এশিয়ান ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত।

যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদ আমলে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বেলা সাড়ে ১১টায় ভিসি অধ্যাপক ড. রাশিদ আসকারীর সভাপতিত্বে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভিযোগ তদন্ত করতে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুহুল কুদ্দুস মো. সালেহ, ইনফরমেশন কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক. ড. তপন কুমার জোয়ার্দার, ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক মো. সাইফুল ইসলাম। কমিটিকে আগামী ৭ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুহুল আমিনকে সব ধরনের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আগে সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত থাকায় ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সভাপতি মো. আসাদুজ্জামানকে চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে অধ্যাপক ড. অরবিন্দ সাহাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

তদন্ত কমিটি গঠন, প্রশাসনিক এবং একাডেমিক কার্যক্রম থেকে রুহুল আমিনকে অব্যাহতি

দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ হলে নৈতিক স্খলন ঘটবে —ইফতেখারুজ্জামান

এ বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে যে অনিয়ম-দুর্নীতি তা নিয়ে আমরা গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলাম। আমাদের ধারণায় যা ছিল তার তুলনায় অনেক বেশি হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন 'শিক্ষক নিয়োগে যে অনিয়ম তা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নামানোর জন্য একটি উদ্বেগজনক আলামত। ভবিষ্যতে যারা শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকবেন তারা দুর্নীতির মাধ্যমে যদি নিয়োগপ্রাপ্ত হন তাহলে সেখানে তাদের নৈতিক স্খলন ঘটবে এবং যোগ্যরা বঞ্চিত হবেন। অর্থই হবে নিয়োগের মূল মাপকাঠি। যেহেতু সুনির্দিষ্টভাবে কথোপকথনসহ নিয়োগ বাণিজ্যের কথা প্রকাশিত হয়েছে সেহেতু এটা বিচারের আওতায় আনা আমি কোনো অবস্থাতেই কঠিন মনে করি না।

ইবি ভিসি অধ্যাপক ড. রাশিদ আসকারী যুগান্তরকে বলেন, 'বর্তমান প্রশাসন সব ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করেছে। উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ পেলে শুধু বর্তমানের নয়, অতীতের দুর্নীতিও শক্ত হাতে বিচার করা হবে। যার ফলে ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষক রুহুল আমিনের নিয়োগ বাণিজ্য সংক্রান্ত অডিও সংলাপের ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে।'